দৈনিক
ইত্তেফাক

15 MAR 2009
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...১...

যাহারা ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দেয় তাহাদেরকেই ধরিতে হইবে

গত শুক্রবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ-ছাত্রশিবিরের সংঘর্ষে ছাত্রশিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক নিহত হইয়াছে। আহত হইয়াছে দুই পক্ষেরই শতাধিক নেতা-কর্মী ও স্থানীয় ব্যবসায়ী। আহতদের মধ্যে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তিকৃত ২৫ জনের অবস্থা আশংকাজনক বলিয়া জানাইয়াছেন চিকিৎসকরা। ক্যাম্পাস ও আশপাশ এলাকা দিনভর দফায় দফায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ময়দান হইয়া ওঠায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করিয়াছে কর্তৃপক্ষ। ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক হল ত্যাগেরও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংঘর্ষিক উত্তেজনা ছড়াইয়া পড়ার আশংকায় একই দিনে বন্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ ও রাজশাহী কলেজও।

বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস, বই ছাড়িয়া অস্ত্র হাতে ছাত্র নামধারীদের খুনাখুনি সংঘর্ষ মোটেও নূতন কোনো দৃশ্য নয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এমন কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নাই যাহা ছাত্র-রাজনীতির ধ্বংসাত্মক কলঙ্ক হইতে অক্ষত রহিয়াছে। শিক্ষাঙ্গনকে এই অভিশাপ হইতে মুক্ত দেখিতে চায় দেশের প্রতিটি সচেতন মানুষ। কিন্তু জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হইল, দিন বদলের সনদ লইয়া জাতীয় জীবনে নানা ক্ষেত্রে পরিবর্তনের প্রত্যাশা জাগাইয়া গণতান্ত্রিক সরকারের যাত্রা শুরু হইয়াছে এই কলঙ্কজনক দিকটিকেই সঙ্গী করিয়া। সরকার ক্ষমতাসীন হইবার পর পরই বেশ কয়েকটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হল দখল ও আধিপত্য বজায়ের লক্ষ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন ছাত্রলীগের কোন্দলে সন্ত্রাস-সহিংসতা হইয়াছে। রাজশাহীর ঘটনায় প্রতিপক্ষ বিরোধী বলিয়াই হয়তো সহিংসতার প্রকাশ ঘটিয়াছে ব্যাপক ও তীব্র আকারে। উপরন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নতুন করিয়া এমন এক সময় রণক্ষেত্রের চেহারা পাইয়াছে, যখন ২৫ ফেব্রুয়ারির পিলখানা হত্যাযজ্ঞের আঘাত সামলাইয়া জাতি এখন পর্যন্ত সুস্থির হইয়া ওঠে নাই। শুক্রবার একইদিনে স্মরণকালের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম শপিংমল হিসাবে পরিচিত বসুন্ধরা কমপ্লেক্সের কর্পোরেট অফিসের উপরের অংশ ভস্মীভূত হইয়াছে। এইসব কারণে গতকালের সংবাদপত্রে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংঘর্ষের চিত্র দেশবাসীর মনে তীব্র উদ্বেগ-আতঙ্ক সৃষ্টি করাই স্বাভাবিক।

ছাত্র-রাজনীতির নেতিবাচক শৃঙ্খল হইতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে মুক্ত করিবার দাবিটিও বেশ পুরাতন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় যে প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হিবাবে গণ্য হইবার কথা, অতীতে সেইগুলিও অহরহ চিহ্নিত হইয়াছে সন্ত্রাসের আখড়া হিসাবে। ইহার মূলে ক্ষমতালগ্ন রাজনীতির সঙ্গে ছাত্র-রাজনীতির কাঠামোগত লেজুড়বৃত্তির সম্পর্কটাই ছিল প্রধানত দায়ী। রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার হইবার উদগ্র কামনায় সাংঘর্ষিক রাজনীতির প্রতিফলন তছনছ করিয়াছে ক্যাম্পাসের শিক্ষার পরিবেশ। ছাত্রনামধারী কিছু নেতা-কর্মী-ক্যাডারদের তুচ্ছ কারণে মারদাঙ্গা লড়াই, দলাদলি, হল দখল, পার্শ্ববর্তী বাজার ও ব্যবসাকেন্দ্রে আধিপত্য বিস্তার, নির্লজ্জ চাঁদাবাজি ইত্যাদি অপকর্ম নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া উঠাকে শুভলক্ষণ বলিবেন না কেহই। শেষ রক্ষা হিসাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা হইয়া থাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইহার ফলে অস্থিরতা ও সেশনজটের কবলে পড়িয়া শুধু শিক্ষার্থী-অভিভাবক ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, খেসারত দিয়াছে গোটা জাতি। দেশে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের শুভযাত্রায় সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যমুক্ত শিক্ষাঙ্গন দেখিবার প্রত্যাশাটি যখন সবার মনে জোরালো, তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-রাজনীতির কদর্য চেহারা ফিরিয়া আসাটা উদ্বেগের বিষয় বৈ কি!

দেশে গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে দলীয় সংকীর্ণতামুক্ত রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনার কথা বিস্তর বলা হইয়াছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত জাতীয় রাজনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারা স্পষ্ট নহে। ছাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রেও সেই দলীয় লেজুড়বৃত্তির নগ্ন বহিঃপ্রকাশ দেখা যাইতেছে। কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী নিজ দলের ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের সতর্ক করিয়াছিলেন, সন্ত্রাস করিয়া কেহই পার পাইবে না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনার সঙ্গে সন্ত্রাসীরা যে দলেরই হউক না কেন, তাহাদের চিহ্নিত করিয়া আইনগত ব্যবস্থা লইতে হইবে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট সহিংস ঘটনার উত্তেজনা যাহাতে দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না ছড়ায়, সেই দিকটিও খেয়াল রাখা দরকার। আমরা চাই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসুক। তবে ক্যাম্পাসে দলীয় আধিপত্য অর্জনের প্রবণতা হইতে যতদিন প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি মুক্ত না হইবে ততদিন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার উপযোগী স্থায়ী সুন্দর পরিবেশ দেখিবার জাতীয় প্রত্যাশা সহজে পূরণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের বক্তব্য যাহারা ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দেয় তাহাদেরকেই ধরিতে হইবে। সেইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ছাত্র-নামধারী সশস্ত্র ক্যাডারদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কার করার সাহস দেখাইতে হইবে।